348008 - যে নারী খুলা তলব করার প্রক্ষেতিে স্বামী তাকে তালাক দয়িছেনে; কন্িতু মাহেরানা নতিে অসম্মতি জানয়িছে; এমতাবস্থায় তালাক্ব কি শুদ্ধ হয়ছে? তালাক্ব ও খুলা এর মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

যে নারী খুলা করছেনে তনিি তার মাহেরানা ও অন্যান্য মূল্যবান জনিসিপত্র স্বামীকে ফরিয়িে দতিে চান; এ ধরণরে তালাক্বরে ক্ষত্রেে যা প্রযোজ্য। স্বামী তাকে তালাক্ব দতিে সম্মত হয়ছেনে। কন্িতু তনিি স্ত্রী থকেে কোন কছিু গ্রহণ করতে অনচ্ছিুক। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি? যদি স্বামী মাহেরানা ও মুল্যবান কছিু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, কন্িতু তালাক্ব দতিে সম্মতি জানান সক্ষেত্রেে কি তালাক্ব পততি হব? পরবর্তীতে স্ত্রী কি এগুলো কোন দাতব্য প্রতষ্ঠিানে বণ্টন করে দতিে পারনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যদি তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে বচ্ছিদে সংঘটতি হয়; খুলা শব্দরে মাধ্যমে নয় এবং এই শর্তে হয় য,ে স্ত্রীকে মাহেরানার অর্থ ফরিয়িে দতিে হবে কংিবা কছিু সম্পদ প্রদান করতে হবে তাহলে সটো বায়নে তালাক্ব। আর যদি কোন বনিমিয়রে শর্ত ছাড়া সংঘটতি হয় তাহলে সটো রাজঈ তালাক্ব; যদি এটা প্রথম তালাক্ব কংিবা দ্বতিীয় তালাক্ব হয়ে থাক।ে

তালাক্বরে ইদ্দত হচ্ছে তনি হায়যে; যে নারীর হায়যে হয়। যদি স্বামী স্ত্রীকে ফরিয়িে নয়ো ছাড়া ইদ্দত পরপিূর্ণ হয়ে যায়; তাহলে স্ত্রী স্বামী থকেে বায়নে (সম্পূর্ণ বচ্ছিন্নি) হয়ে যাব।ে নতুন একটি বয়িরে আকদ (চুক্তি)-র মাধ্যম ছাড়া স্বামীর কাছে ফরেত যতেে পারবে না।

দুই:

আর যদি খুলা শব্দরে মাধ্যমে বচ্ছিদে সংঘটতি হয়ে থাকে এবং স্বামী কোন বনিমিয় গ্রহণ না করে তাহলে খুলা কি সঠকি হব?ে

এ ব্যাপারে আলমেদরে দুটো অভমিত রয়ছে:ে

প্রথম অভমিত: বনিমিয় গ্রহণ করা ছাড়া খুলা করা শুদ্ধ নয়। এটি জমহুর আলমেরে অভমিত। এক্ষত্রেে তালাক্বরে নয়িত করলে একটি রাজঈ তালাক্ব সংঘটতি হয়। এই তালাক্বরে ইদ্দত তনি হায়যে যমেনটি পূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

দ্বতিীয় অভমিত: বনিমিয় ছাড়া খুলা করা সঠকি। এটি ইমাম মালকেরে মাযহাব।

দখেুন: "হাশয়িাতুদ দুসুক্বি" (২/৩৫১), আল-মুগনী (৭/৩৩৭)

খুলা সঠকি হলে এর উপর দুটো বষিয় বর্তাব: বচ্ছিদে (বায়নে) সংঘটতি হওয়া। তখন স্বামী নতুন একটি আকদ করা ছাড়া স্ত্রীকে ফরিয়িে নতিে পারবে না। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এ অবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত হবে এক তালাক্ব।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

গ্রন্থকাররে কথা: "যদি কোন বনিমিয় ছাড়া কংিবা কোন হারাম কছিু দয়িে খুলা করে তাহলে সঠকি হবে না"। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলার বাণী হচ্ছ: "তাহলে সক্ষেত্রেে স্ত্রী যদি ফদিয়িা (বনিমিয়) দয়িে অব্যাহতি নয়িে নয়ে তবে উভয়রে মধ্যে কারোরই কোন গুনাহ নইে।"[সূরা বাক্বারা, ২:২২৯]

তাই বনিমিয় ছাড়া খুলা করলে ফদিয়িা কোথায়?! ফদিয়িা নাই। এটি মাযহাবরে অভমিত।

শাইখুল ইসলাম বলনে: বনিমিয় ছাড়া খুলা করা সহহি। তনিি এর সপক্ষে দুটো যুক্তি দনে:

১। বনিমিয় স্বামীর প্রাপ্য অধকিার। স্বামী যদি স্বচ্ছোয় তার অধকিার ছড়েে দয়ে তাহলে কোন অসুবধিা নাই; অন্য সকল অধকিাররে মত। যমেনভিাবে স্ত্রী যদি ১০০০ রয়িাল দয়োর শর্তে খুলা করে এবং খুলা সম্পন্ন হয়ে যায়; পরবর্তীতে স্বামী তাকে মাফ করে দয়ে তাতে কোন অসুবধিা নাই। অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য যদি তারা উভয়ে শুরু থকেে এই মর্মে একমত হয় য, কোন বনিমিয় নইে।

২। স্বামী যখন খুলা করে তখন বনিমিয় নয়িইে খুলা করে থাক। যহেতেু স্ত্রী তার খরচরে অধকিার ছড়েে দয়ে। কারণ যদি এটি রাজঈ তালাক্ব হতো তাহলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর খরচ দয়ো স্বামীর উপর আবশ্যক হত। স্ত্রী খুলা করায় স্বামীকে খরচ দতিে হয় না। তাই বষিয়টি যনে এমন হলো স্ত্রী স্বামীকে বনিমিয় দলি এভাবে য, স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রাপ্য অধকিার স্ত্রী ছড়েে দলি। অপর দকিে স্বামী স্ত্রীকে ফরিয়িে নয়োর অধকিার ছড়েে দলি। কারণ ফরিয়িে নয়ো স্বামীর অধকিার। আর ইদ্দতকালীন খরচপ্রাপ্তি স্ত্রীর অধকিার। যদি তারা উভয়ে খুলার ক্ষত্রেে এ অধকিারদ্বয় ছড়েে দতিে রাজি হয় তাহলে বাধা নইে।

আর তনিি আয়াত দয়িে দললিরে জবাবে বলনে: অধকিাংশ ক্ষত্রেে স্বামী বনিমিয় ছাড়া স্ত্রীকে বচ্ছিদে করে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "তাহলে সক্ষেত্রেে স্ত্রী যদি ফদিয়িা (বনিমিয়) দয়িে অব্যাহতি নয়িে নয়ে তবে উভয়রে মধ্যে

কারোরেই কোন গুনাহ নেই।’[সূরা বাক্বারা, ২:২২৯]

শাইখ (রহঃ) যা বলেছেন সেটা ভালো। কারণ প্রকৃতপক্ষে বিনিময় নিয়েই খুলা হয়। বিনিময়টা হলো খরচের অধিকার ছেড়ে দেয়া।”[আল-শারহুল মুমতি (১২/৪৭৬)]

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তালাক্ব ও খুলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল:

বিনিময় ছাড়া তালাক্ব: এটি রাজঈ তালাক্ব (যদি এটি প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক্ব হয়ে থাকে)। এর ইদ্দত তিন হায়েয।

আর কখনও স্ত্রী তার স্বামীকে খুলা করতে বললেও স্বামী খুলা করে না। কিন্তু তাকে বিনিময় ছাড়া তালাক্ব দিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রেও তালাক্ব সহিহ হবে। তবে রাজঈ তালাক্ব হবে; যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে খুলা: এটি বিবাহ বিচ্ছেদ। এটি তিন তালাক্বের সংখ্যার মধ্যে গণ্য নয়। এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) হয়ে যায়। এর ইদ্দত হলো এক হায়েয।

তিন:

স্বামী যদি মোহরানা বা হাদিয়া গ্রহণ না করে তাহলে এগুলো স্ত্রীর মালিকানাধীন রয়ে যাবে। স্ত্রী এগুলো নিজে রেখে দিতে পারেন কিংবা উপহার দিতে পারেন কিংবা সদকা করে দিতে পারেন; তার মালিকাধীন অন্য যে কোন সম্পদের মত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।